তোহ্ফায়ে দরূদ

তোহফায়ে দরূদ

নির্দেশনা ও সম্পাদনায়

শায়খে তরীকত, আরেফ বিল্লাহ

শাহ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী

খলীফা : মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.)

হারদুঈ, ভারত

সংকলক
আবু আদনান মুহাম্মদ আব্দুল মাজীদ
মারকাযুদ্দাওয়াহ্ আল ইসলামিয়া
মিরপুর পল্লবী, ঢাকা।

নির্দেশনা ও সম্পাদনায়
শায়খে তরীকত, আরেফ বিল্লাহ
শাহ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী
খলীফা : মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.)
হারদুঈ, ভারত

প্রথম প্রকাশ
রবিউস্ সানী ১৪৩৪ হি.
ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ঈ.

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩০ টাকা মাত্র
Price $ 3.00

প্রকাশনা : মজলিসে ইলমী
মাদ্‌রাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

প্রাপ্তিস্থান
আল-মাহমুদ প্রকাশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১২৫৫৬৩০২, ০১৬৭০৬২৩৭৭৭

খানকায়ে মুহিউস সুন্নাহ
কাঠালী, ভালুকা

আল-ইহদা

লাগতে যিগার,
মুহিব্বুল্লাহ হাসান, নূরুল্লাহ হুসাইন ও ফাতেমা আখতার আফরার হাতে তুলে দিলাম।
হে আল্লাহ! এ দরূদগুলোর বরকতে নিজ করমে তাদের কবুল করুন এবং তাফাক্কুহ ফিদ্-দ্বীন ও রুসূখ ফিল-ইলম এবং খাশ্ইয়াতে খোদাওয়ান্দীর মাকাম তাদের নসীব করুন।
এবং আমার স্নেহের ভাগ্নে মুহাম্মদ তায়্যিবকে দ্রুত সুস্থতা দান করে আলেমে হক্কানী রব্বানী হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

আরেফ বিল্লাহ্ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী (পীর সাহেব দেওনা) এর

অভিমত

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা উম্মতের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। দুনিয়া আখেরাতে অশেষ খায়ের বরকতের ওসিলা। দরূদ শরীফ পাঠ করা যেমন একটি ইবাদত তেমনি অত্যন্ত উঁচুমানের একটি দুআও। দরূদ শরীফ নামক আমলটি সকল ইবাদত অপেক্ষা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। খোদ আল্লাহ তা'আলা দরূদের আমলে শরীক থাকেন। বান্দা যেমন নামায আদায় করেন, রোযা রাখেন, যাকাত কিংবা হজ্জ ইত্যাদি যত ইবাদত রয়েছে তন্মধ্য হতে কোনো আমল এমন নেই যাতে বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলাও শরীক থাকেন। কিন্তু দরূদ শরীফ

এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী আমল যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এ আমল আমি প্রথম থেকে করছি। যদি তোমরাও কর তাহলে দরূদ শরীফের আমলে তোমরাও শামিল হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার! ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো দু'আ নেই– যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া যায়, কিন্তু দরূদ শরীফ এমন একটি দু'আ যা কবুল হওয়াটা শতভাগ নিশ্চিত। হযরত ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সব দু'আ আসমান ও যমীনের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে তার সামান্য কিছুও উপরে উঠে না অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দরবার পর্যন্ত পৌঁছে না– যতক্ষণ না তুমি তোমার নবীজীর প্রতি দরূদ পড়।

-তাফসিরে ইবনে কাছীর ৬/ ৪৯৪

উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এই আরজী করলাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করতে চাই। আমি কী পরিমাণ দরূদ পাঠ করব? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যতটুকু তোমার মনে চায় পাঠ কর। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমলের এক চতুর্থাংশ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা তোমার ইচ্ছা। তবে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ পাঠ করা আরো ভালো। আমি পুনরায় আরজ করলাম, তবে অর্ধেক? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা তোমার ইচ্ছা। তবে তার চেয়ে অধিক পাঠ করলে তোমার জন্য আরো অধিক কল্যাণকর। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ তাহলে আমার মামূলাতের পুরোটা সময় আপনার প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করবো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা

তোমার দুনিয়া আখেরাতে উভয় জাহানের সকল দুশ্চিন্তা দূরীভূত করার যিম্মাদারী নিবেন এবং সকল পাপরাশি মোচন করে দিবেন। -সুনানে তিরমিযি ৪/২৪৫

কাজেই দরূদ শরীফ পাঠের দ্বারা আখেরাতে যেসব নেকী এবং প্রতিদান পাওয়া যাবে তা তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে দুনিয়াতেও তার অশেষ ফায়দা আছে। তা হলো যে যত অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং অন্তরে মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা যত অধিক বৃদ্ধি পাবে ততোবেশী তার মধ্যে ঈমানের পরিপূর্ণতা ও দীনদারী বৃদ্ধি পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত থেকে যত দূরত্ব হবে দীন থেকেও তত দূরত্ব হবে।

কাজেই আজ উম্মতের অন্তরে ইশকে রাসূল এবং নবীপ্রেমের কমতির কারণেই তাঁর

সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ অনুকরণের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া সহীহ-শুদ্ধ দরূদ শরীফের সহীহ ইলম জানা না থাকার কারণে নানা প্রকার মনগড়া বানোয়াট দরূদ শরীফ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। এই প্রয়োজনের তাকিদে বক্ষমান পুস্তিকাটি আমার পরামর্শে হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন খলীফা উসতাযুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মাজীদ চিশ্‌তী সাহেব বাংলা ভাষায় সংকলন করেছেন। পুস্তিকাটি দ্বীনি সফরে বিশেষ করে হজের সফরে এবং সালেকীনদের দৈনিক নিজ মামূলাতের জন্য সহায়ক হবে।।

মুহতাজে দু'আ
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী
নাযেম
মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা

পাঠপূর্ব গুজারিশ

বিখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব সমগ্র মানবতা এবং সারা বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নেয়ামত ও মহাঅনুগ্রহ।

-তাফসীরে কাবীর–আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৪

এটি এমন এক বাস্তব সত্য, যার সাথে দ্বিমত পোষণের কোনই অবকাশ নেই। সর্বদা তিনি ছিলেন উম্মতের কল্যাণে ব্যাকুল। তাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে ছিল দুঃসহ। তাই মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে উম্মতকে রক্ষার আবেদনও করেছেন তিনি। মেরাজের পবিত্র ভ্রমণেও তিনি আমাদেরকে স্মরণ রেখেছেন এবং রোজ হাশরেও এভাবেই স্মরণ রাখবেন। উম্মতের চিন্তায় জীবনের আরাম আয়েশ, রাতের বিশ্রাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে পবিত্র দেহকে যিনি করেছেন

ক্ষত-বিক্ষত। তার অনুগ্রহ-অনুকম্পা– না আমরা গুনে শেষ করতে পারবো, না এগুলোর ন্যূনতম বদলাও দিতে পারবো। পাপী-তাপী বান্দার কী ক্ষমতা আছে যে, নবীকুল শ্রেষ্ঠ আপাদমস্তক পুতঃপবিত্র আল্লাহর দোস্তের দরবারে উপযুক্ত তোহফা প্রেরণ করতে পারবে? কিন্তু তাই বলে দাতার দানের বদলা না দিয়ে তো আর পার পাওয়া যাবে না। দয়ালু আল্লাহ আমাদেরকে এ অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহর শাহী দরবাবে এ প্রার্থনা কর, তিনি যেন বেশি বেশি তার রহমত চিরদিন ও সর্বক্ষণ নবীর উপর নাযিল করেন। এ আবেগমাখা হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনাকেই ফারসী ভাষায় দরূদ বলে আর আরবী ভাষায়– সালাত আলার রাসূল। দরূদ শরীফের অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এ আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা দরূদ পাঠকারীকেও ওই রহমতে শামিল করবেন এবং আভ্যন্তরীণ

অন্ধকার ও গুনাহের কলুষতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তাকে পাক-সাফ করে দিবেন। উপরন্তু, পরকালে শাফা'আত লাভের ক্ষেত্রে তা হবে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি উপায়। এ কারণেই আমাদের পূর্বসূরী ওলামাগণ এ বিষয়ে রচনা করেছেন অসংখ্য কিতাবাদী। সেগুলো থাকতে **"তোহ্ফায়ে দরূদ"** নামে বক্ষমান পুস্তিকাটির কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমার অনুভূতিও ঠিক তাই। কিন্তু সিলসিলায়ে চিশতিয়া আশরাফিয়ার অন্যতম তরজুমান মোর্শেদে বরহক আরেফ বিল্লাহ শাহ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী আমাকে বললেন, এর পরেও তোমাকে লিখতে হবে। কেননা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা বা লেখালেখির চেয়ে বড় কথা হলো, এ গ্রন্থটির মাধ্যমে তুমি মুহসিনে আযমের দরবারে ভালোবাসার হাদিয়া এবং বিশ্বস্ততার উপহার ও কৃতজ্ঞতার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবে এবং এর বরকতে তোমার অন্তরে ইশ্কে রাসূল বদ্ধমূল হবে। উপরন্তু, ইত্তেবায়ে

সুন্নাতের জযবাও পয়দা হবে। মূলত, তার এ নসীহত থেকেই পুস্তিকাটি রচনার অনুপ্রেরণা পাই। হযরত পীর সাহেব হুজুরের ইচ্ছানুযায়ী পুস্তিকাটি ছোট পরিসরে রচনা করা হয়েছে। যেন প্রত্যেকে সুলভে সংগ্রহ করে নিজের সাথে সাথে রেখে দরূদ শরীফের উপর আমল করার সুযোগ পায়। পরবর্তীতে আমার অনবদ্য রচনা "আহকামে জুমা"র ন্যায় "আহকামে দরূদ" নামে এ বিষয়ে একটি পূর্ণ ও সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রয়েছে ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকাটি রচনায় কম্পোজ ও প্রুফ দেখার কাজে সহযোগিতার জন্য আমার স্নেহের প্রিয় ছাত্র মাওলানা হাসনাইন হাফিজ-এর প্রতি রইল বিশেষ দু'আ। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

বিনীত

৩/৪/১৪৩৪

আব্দুল মাজীদ

সূচীপত্র

কুরআন কারীমে দরূদ পাঠের নির্দেশ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

'নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। (অতএব) হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরাও তার প্রতি দরূদ পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।

সূরা আহযাব, আয়াত-৫৬

দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে ইমামগণ বলেছেন, যেভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দান করা এবং

এর ওপর কায়েম থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। তদ্রূপ তার ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। অবশ্য সারাজীবনে একবার পাঠ করার দ্বারা এ ফরযের ওপর আমল হয়ে যায়। তবে এ বাহানায় অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণ দরূদ পাঠ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া নিঃসন্দেহে লাঞ্চনা ও বঞ্চনার কারণ। কেননা দরূদ যে যতো বেশি পাঠ করবে তা তার জন্য ততো বেশি কল্যাণকর হবে।

দরূদ পাঠকারীর জন্য বড় সুসংবাদ ও সান্ত্বনার বিষয় হচ্ছে সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, রওযা শরীফ থেকে যতো মাইলের ব্যবধানই থাকুক না কেন তার সালাত ও সালামের হাদিয়া মুহূর্তের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহী দরবারে পৌঁছে যায়। এমনকি দরূদ পাঠকারীর নাম ও তার পিতার নাম পর্যন্ত দরবারে নববীর আলোচনায় এসে যায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাখাভী

(রহ.) কতইনা চমৎকার বলেছেন, কোনো মানুষের সৌভাগ্যের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, তার নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উল্লেখ করা হলো।

দরূদ উৎকৃষ্ট উপঢৌকন

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, হযরত আবু আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন, একদা হযরত কা'ব ইবনে উযরা (রা.) এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদিয়া প্রদান করবো কি? এ বলে তিনি আমাকে দরূদে ইবরাহীমী শিখালেন– যা তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিখেছিলেন।

এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরামের নিকট মেহমানদেরকে সুস্বাদু খানা-পিনা সরবরাহ করে মেহমানদারী করার চেয়ে তাদের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের হাদীস আলোচনা করা ও তার প্রতি দরূদ পেশ করা এবং একে অপরকে দরূদ শরীফের তা'লীম দেয়া উৎকৃষ্ট উপঢৌকন ছিল।

দরূদ শরীফের অনন্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য

দরূদের আমলে আল্লাহ্ নিজেও শামিল

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন কিন্তু দরূদের নির্দেশ ও সম্বোধনের ভঙ্গি অন্যান্য বিধান থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দরূদের বেলায় আল্লাহ তা'আলা যে সোহাগ মিশ্রিত মর্মস্পর্শী ভাষা অবলম্বন করেছেন তা অন্য কোন উচ্চ থেকে উচ্চতর আমলের জন্যও করেননি। নামায, রোযা ও হজ্জের বেলায় কোনো প্রকার ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি নির্দেশ করেছেন। পক্ষান্তরে দরূদের ব্যাপারে বলেছেন, এ আমলটি আমার ও আমার ফেরেশতাদের অনন্তকালের অযীফা এবং অভ্যাস ও রীতি। অতএব, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও

স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণ কর। আর যে আমলে স্বয়ং আল্লাহ শামিল থাকেন তার মর্যাদা ও গুরুত্ব যে কত বেশি তা বলাই বাহুল্য।

স্মর্তব্য : স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তফাৎ যতোটুকু আল্লাহ ও তার মাখলুকের মাঝে দরূদ প্রেরণের পার্থক্য ঠিক ততোটুকু। বিখ্যাত তাবেয়ী সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবীজীর প্রতি দরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হলো তার প্রতি অবিরাম ও অবিরত রহমতের ধারা বর্ষণ করতে থাকেন– যা কখনই নিঃশেষ হবার নয়। ইমাম আবুল আলিয়া বলেন, আল্লাহর দরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলা তার উচ্চতর ফেরেশতাদের মজলিসে নবীজীর প্রশংসা করেন এবং তাকে মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছাতে চান।

পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের দরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হলো তারা নবীজীর উচ্চ মর্তবা

আরো বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন। আর তার উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর মানুষের পক্ষ থেকে দরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হলো তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই আরজী করবে, তিনি যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার রহমত, ভালবাসা ও অনুকম্পা সর্বদায় জারী রাখেন এবং তার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকেন। সর্বোপরি তাকে মাকামে মাহমূদ ও শাফাআত করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দান করেন।

সুনানে তিরমিযী, ১/৪৯৬ হাদীস নং-
৪৮৫ সহীহুল বুখারী, তাফসীরু সুরাতিল আহযাব

দরূদে যিকরেরও সওয়াব মিলে

দরূদ শরীফের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তাতে আল্লাহর নামের যিকরও রয়েছে। অতএব দরূদ পাঠকারী দরূদের ইবাদত দ্বারা সেসব ফযীলত অর্জন করতে সক্ষম হবে যা আল্লাহর যাকের বান্দাগণ লাভ করে থাকেন। একটি হাদীসে কুদসীতে এ মর্মে ইরশাদ

হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ বলেন আমার যে বান্দা আমার যিকর করে আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে মনে মনে আমার যিকর করে আমিও তাকে সেভাবে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন মজলিসে আমার যিকর করে আমি তার চেয়েও উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি।

সহীহুল বুখারী

দরূদ শরীফ নবীপ্রেমের অনন্য নিদর্শন

দরূদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ, যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে বেশি বেশি স্মরণ করে। অতএব, যে ব্যক্তি যতো বেশি দরূদ পাঠ করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার ভালোবাসা ততো বেশি বৃদ্ধি পাবে– যে ভালোবাসা দ্বারা ঈমানী শক্তি সুদৃঢ় হবে যা লয় হবার নয় এবং

এভাবেই ঈমানের সাথে তার মৃত্যু হবে ইনশাআল্লাহ। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন মুসলমান পূর্ণ মু'মিন তখনি হতে পারে যখন দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে এমনকি নিজের পিতা-মাতা ও সন্তানাদি থেকেও বেশি ভালোবাসা আমার প্রতি থাকবে।

(সহীহুল বুখারী)

এ ভালোবাসা অর্জনে দরূদ শরীফ অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এক বেদুঈন সাহাবী বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে মনে-প্রাণে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বলেছিলেন,
المرء مع من احبّ 'এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসবে তার পরকালও (হাশর, পুলসিরাত) তার সাথেই হবে। এ হাদীস

দ্বারা বুঝা যায়, অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠকারীগণ পরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উত্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং কেয়ামতের বিভীষিকাময় মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশাপাশি থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে দরূদের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বরং যে যতো বেশি দরূদ পাঠ করবে সে ততো বেশি নৈকট্যতা লাভ করবে।

দরূদ শ্রেষ্ঠ দু'আ

দরূদ শরীফ পাঠ করা যেমন একটি ইবাদত সেই সাথে এটি অত্যন্ত উঁচু ও শ্রেষ্ঠতম একটি দু'আও। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, পৃথিবীতে এমন কোন দু'আ নেই যা কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া যায়, কিন্তু দরূদ শরীফ এমন একটি দু'আ যা কবুল হওয়াটা শতভাগ নিশ্চিত। এ কারণে যে

কোনো দু'আর শুরু ও শেষে দরূদ পাঠের নির্দেশ রয়েছে। অনুরূপ নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠের বিধান রয়েছে। যেনো দরূদের বরকতে আল্লাহর দরবারে এ আমলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হয়। অতএব, বান্দা দু'আ করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেসব রহমত, বরকত ও কল্যাণ হাসিল করতে পারে তদ্রূপ দরূদের দ্বারাও সেগুলো অর্জন করতে পারে। বরং আগত (উবাই ইবনে কা'ব এর ঘটনা) একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠের কারণে আল্লাহর দরবারে নিজের বা অন্যের জন্য দু'আ করার কোন সময়ই না পায়। তবুও আল্লাহ তাকে বিনা প্রার্থনায় তার সকল প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করে দিবেন এবং গুনাহের মন্দ প্রভাব থেকে তাকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র করে দিবে।

শিরক মূলোৎপাটনে দরূদের ভূমিকা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা নিজেদের ঘরকে কবর এবং আমার কবরকে উপাসনালয় বানাবে না। তবে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, কেননা তোমরা যেখানেই থাকো তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যাবে।

সুনানে আবু দাউদ- ২/৭০৩, হাদীস নং- ২০৩৫

স্মর্তব্য : এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাত্রা অতিরঞ্জিত করে শিরকের অবতারণা করতে বারণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার পর সবচেয়ে পবিত্র ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হলেন নবীগণ। আর তাদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠতর হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপরও যখন তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা হোক। এতে বুঝা গেল যে, তিনিও আল্লাহ তা'আলার রহমত ও কৃপা দৃষ্টির মুখাপেক্ষী। সুতরাং মা'বুদ হওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহই। এরপর আর শিরকের কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্ভাবনাও অবশিষ্ট থাকে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের বেলায় যখন এ দার রুদ্ধ হয়ে গেল তখন অন্যদের বেলায় তা কল্পনাই করা যায় না। সে জন্য তার পবিত্র রওযাকেও উপাসনার স্থানে পরিণত করা থেকে বেঁচে থাকার তাকিদ করেছেন। তবে শ্রদ্ধা-ভক্তির উপায় হিসেবে তার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এর দ্বারা শিরকমুক্ত পদ্ধতিতে নবীজীর ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব হবে।

হাদীসের আলোকে দরূদ শরীফের ফযীলত ও মাহাত্ম্য

দরূদ পাঠকারীর প্রতি আল্লাহর দরূদ প্রেরণ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা বাগানে আগমন করে তথায় নামায আদায় করলেন এবং এত দীর্ঘ সেজদা দিলেন যে, তাতে আমার এই আশংকা হতে লাগলো হয়তো নবীজীর আত্মা তাঁর দেহ মুবারক ত্যাগ করেছে। আমি আশংকার কারণে কাঁদতে লাগলাম এবং প্রিয়নবীর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে দেখলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা সুসম্পন্ন করে জিজ্ঞাসা করলেন, আব্দুর রহমান কি ব্যাপার? আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সেজদা এতই দীর্ঘ হয়েছে যে, এক পর্যায়ে আমার ভয় হচ্ছিল খোদা না করুন হয়তো আপনার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে, তখন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে জিবরাঈল (আ.) এসেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন, আমি কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেব না যে, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে, আমিও তার প্রতি দরূদ পাঠ করি। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করে আমিও তার প্রতি সালাম প্রেরণ করি। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অতএব আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আমি সেজদা দীর্ঘ করেছি।

ইমাম যিয়া মাকদিসী কর্তৃক সংকলিত "মুখতারা" ৩/১২৬, হাদীস নং-৯২৬। ইমামা সাখাভী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আল কাওলুল বাদী)

দরূদ পাঠকারীর জন্য জিবরাঈলের সুসংবাদ

হযরত আবু তালহা আনছারী (রা.) বলেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন তার নূরানী চেহারায় আনন্দের ঝলক পরিলক্ষিত হচ্ছিল। উপস্থিত লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ধারণা সঠিক, কেননা আমার নিকট আজ জিবরাঈল (আ.) এসেছেন এবং বলেছেন, আপনার রব আপনাকে এ মর্মে সংবাদ দিচ্ছেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি কি এতে খুশি নন যে আপনার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে আল্লাহপাক তার প্রতি দশবার দরূদ প্রেরণ করবেন। (অর্থাৎ রহমত বর্ষণ করবেন) আর যে আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করবেন।

সহীহু ইবনে হিব্বান, ৩/১৯৬, হাদীস নং- ৯১৫

দরূদ পাঠকারীর ওপর ফেরেশতার দরূদ পাঠ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এইমাত্র জিবরাঈল (আ.) তার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার নিকট এসে বলেছেন, 'পৃথিবীর বুকে কোনো মুসলমান যখন আপনার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে তখন আমি এবং আমার ফেরেশতাগণ তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করি।'

মু'যামে তাবারানী, হাদীস নং- ১৬৬২

ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী হাদীসটির সনদ সর্ম্পকে বলেন-

سنده لا بأس به في المتابعات

ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সোপান

হযরত উমায়ের আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের যে কোনো ব্যক্তি ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে আমার

প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন, দশটি পূণ্য লিখে দিবেন এবং তার দশটি গুনাহ মুছে ফেলবেন।

সুনানে কুবরা-নাসায়ী, ৯/৩১, হাদীস নং-৯৮০৯

বারা ইবনে আযীব (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আরো রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির আমলনামায় দশটি দাস মুক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লিখে দিবেন।

رواه ابن عاصم فی کتاب الصلوۃ کما فی الترغیب والترهیب

দরূদ পাঠে সদকার সওয়াব

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার নিকট সদকা করার জন্য কিছু না থাকে সে যেন এভাবে আমার উপর দরূদ পাঠ করে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, যিনি তোমার বান্দা ও রাসূল এবং রহমত নাযিল কর মুসলিম নর-নারীর ওপর ।

স্মর্তব্য : এ হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, দরূদ শরীফ পড়ার দ্বারা যেভাবে গুনাহ মাফ হয় অনুরূপভাবে সদকা করার সওয়াবও পাওয়া যায়। সুতরাং এমন বৈচিত্রময় বরকতপূর্ণ আমল থেকে আমাদের কখনই বঞ্চিত হওয়া উচিত নয় ।

সহীহু ইবনে হিব্বান, ৩/১৮৫, হাদীস নং- ৯০৩

কেয়ামতের ময়দানে নবীজীর ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

ان اولى الناس بي يوم
القيامة اكثرهم عليّ صلاة

অর্থাৎ 'কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে বেশি নিকটতম হবে, যে (দুনিয়াতে) আমার প্রতি বেশি দরূদ পাঠ করবে।'

সহীহু ইবনে হিব্বান, ৩/১৯২, হাদীস নং- ৯১১

দরূদ পাঠকারীর নাম রওযা শরীফে পেশ করা হয়

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার রওযা শরীফে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যাকে তিনি

সকল মানুষের নামও দিয়ে রেখেছেন। তাই কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, ওই ফেরেশতা তার এবং তার পিতার নামসহ আমার কাছে তার দরূদ পেশ করে বলবে, এ হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুক, সে আপনার ওপর দরূদ পড়েছে।

মুসানাদে বায্যার- সহীহুত তারগীব ওয়াত্-তারহীব-২/২৯৩, হাদীস নং- ১৬৬৭

উম্মতের দরূদ পৌঁছানোর জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত আছে

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রওযা শরীফের পাশে এসে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে আমি তা শুনে থাকি। আর যে দূর থেকে দরূদ ও সালাম পেশ করে, তা ফেরেশতার মাধ্যমে আমাকে পৌঁছানো হয়।

শুআবুল ঈমান- বায়হাকী- ২/২১৮, হাদীস নং- ১৫৮৩

অধিক দরূদ পাঠকারীর দুশ্চিন্তা দূরীভূত করার যিম্মাদার আল্লাহ্ তা'আলা

উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এই আরজী করলাম; ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পেশ করতে চাই। অতএব, আমার দু'আয় কী পরিমাণ দরূদ পাঠ করব। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যতটুকু তোমার মনে চায় পাঠ কর। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ এক চতুর্থাংশ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা তোমার ইচ্ছা, তবে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ পাঠ করা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমি আরজ করলাম তবে অর্ধেক? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা তোমার ইচ্ছা, তবে এর চেয়ে বৃদ্ধি করলে, তা তোমার জন্যই কল্যাণকর

হবে। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তা হলে আমার দু'আর পুরো সময়টা আপনার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণে ব্যয় করব। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহপাক তোমার দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল দুশ্চিন্তা দূরীভূত করার যিম্মাদারী নিয়ে নিবেন এবং সকল পাপ মুছে দিবেন।

সুনানে তিরমিযী- ৪/২৪৫, হাদীস নং- ২৪৫৭
(হাউযে কাউসার অধ্যায়)

দরূদ পাঠে নবীজীর সুপারিশ লাভ

হযরত রু'আইফী' ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত এ দরূদটি পাঠ করবে কেয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে। দরূদ শরীফটি হল :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং কেয়ামতের দিন তাঁকে আপনার সর্বাধিক নিকটে স্থান করে দিন।

মুসনাদে আহমদ- ২৮/২০১, হাদীস নং- ১৬৯৯১

বিপদ আপদে দরূদ শরীফের ভূমিকা

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন যে, দরূদ শরীফ পড়ার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ আপদ দূরীভূত হয়। এমনকি লঞ্চডুবি থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। যেভাবে মহামারীতে দরূদ শরীফ বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত ছিল, তাকে কেউ কোনো হাদিয়া দিলে তিনি এর বিনিময়ে তার চেয়েও উত্তম হাদিয়া প্রদান করতেন। তাই বিপদ আপদ ও মহামারীতে কেউ যদি মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফের হাদিয়া প্রেরণ করে এটাই স্বাভাবিক কথা যে, নবীজী আল্লাহর দরবারে তার জন্য আরও বড় কিছু কামনা করবেন। আর এমতাবস্থায় দরূদ পাঠকারীর বিপদ আপদ দুঃখ-কষ্ট কিছুই থাকার কথা নয়। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ নিঃসন্দেহে মাকবুল। ওফাতের পর রওযা শরীফে থেকেও তিনি উম্মতের জন্য দু'আ ইত্যাদিতে মশগুল আছেন।

(ইসলাহী খুতুবাত)

আযানের পর দরূদ পাঠে নবীজীর সুপারিশ লাভ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শোন তখন হুবহু তাঁর উচ্চারিত শব্দাবলীর দ্বারা আযানের জবাব দাও এবং আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। অতঃপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'ওসীলা'র প্রার্থনা কর। আর ওসীলা হলো জান্নাতের এক বিশেষ মাকাম- যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে শুধু একজন ব্যক্তিই লাভ করবে। আমি আশাবাদী, আমিই সেই ব্যক্তি হব। আর যে ব্যক্তি আযানের পর আমার উপর দরূদ পাঠ করে 'ওসীলা'র প্রার্থনা করবে তার জন্য সুপারিশ করা আমার উপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে।

সুনানে কুবরা-নাসায়ী- ৯/২৪, হাদীস নং- ৯৭৯০

যে দরূদের বরকতে ইমাম শাফেয়ীর ক্ষমাপ্রাপ্তি

বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখল এবং বলল, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। লোকটি বলল, কোন আমলের বরকতে? তিনি বললেন, অনেক আমলই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়েছে তবে বিশেষভাবে যে আমলটি আমার ক্ষমার কারণ হয়েছে তা হলো, প্রতি জুম'আর রাতে আমি এ পাঁচটি দরূদ পাঠ করতাম। দরূদগুলো এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ

لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَ

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ

اَنْ يُصَلّٰى عَلَيْهِ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِىْ

اَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ

-আল কাওলুল বাদী

দরূদ পাঠে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ

বর্ণিত আছে যে, খাল্লাদ ইবনে কাছির নামক এক ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হলো। তখন তাঁর মাথার নিচে একটি কাগজের টুকরা পাওয়া গেল যা অদৃশ্য থেকে উড়ে এসেছিল। এর মধ্যে লিখা ছিল-

هذه براءة من النار لخلاد بن كثير

এ হচ্ছে খাল্লাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। তখন উপস্থিত লোকেরা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, এ লোকটি কি আমল বেশি বেশি করত? তখন মহিলাটি বললেন, তিনি প্রত্যেক শুক্রবারে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করতেন।

আল-কাউলুল বাদী, পৃষ্ঠা: ৩৮২-৩৮৩

দরূদ শরীফ পাঠে গাফলতির শোচনীয় পরিণাম

দরূদ শরীফ না পড়লে দু'আ কবুল হয় না

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন, দরূদ শরীফ না পড়া পর্যন্ত বান্দার দু'আ আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলে থাকে।

সুনানে তিরমিযী, ১/৪৯৬ হাদীস নং-৪৮৬, দরূদ অধ্যায়

দরূদ বিহীন মজলিস কেয়ামতের ময়দানে আক্ষেপের কারণ হবে

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে তারা যিকির ও নবীর ওপর দরূদ পাঠ করে না– কেয়ামতের দিন সেই মজলিসটি তাদের ক্ষতি ও আক্ষেপের কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

সুনানে তিরমিযী- ৫/৩৯১, হাদীস নং-৩৩৮০ দু'আ অধ্যায়

দরূদ পাঠে অবহেলাকারীই বড় কৃপণ

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যার সামনে আমার আলোচনা হয়, অথচ সে দরূদ পাঠ করে না।

সুনানে কুবরা-নাসায়ী- ৯/২৯, হাদীস নং- ৯৮০২

দরূদ পাঠে উদাসীন হলে জান্নাতের পথ ভুলে যাবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করতে ভুলে যাবে (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে অলসতার দরুণ দরূদ পাঠ না করে) সে বেহেশতের পথও ভুলে যাবে।

ইমাম বুসীরী বলেন, হাদীসটি সূত্রগত বিবেচনায় দুর্বল,

সুনানে ইবনে মাজাহ- ১/১৬৪, হাদীস নং- ৮৯৫

প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন, একজন মু'মিনের গোটা জীবনের সাধনা ও লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে জান্নাত লাভ করা। দরূদ শরীফ এমনই এক আমল যে ব্যাপারে উদাসীনতার ফলে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বেহেশতের পথ ভুলে যেতে হবে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া অপরিহার্য।

দরূদ পাঠে অবহেলাকারী অভিশপ্ত

হযরত কা'ব ইবনে উযরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মিম্বরের কাছে এগিয়ে এসো, তখন আমরা সামনে এগুলাম। তিনি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে উঠলেন, তখন বললেন, আমীন। তারপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠলেন তখনও বললেন, আমীন। আবার যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন তখনও বললেন, আমীন। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে যখন নিচে নেমে এলেন আমরা আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা

আপনার মুখ থেকে এমন বিষয় শুনলাম, যা ইতোপূর্বে আর কখনও শুনিনি (এর কারণ কী?)। প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, এইমাত্র জিবরাঈল (আ.) আমার সামনে এলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি মাহে রমযান পেল অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না– সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হোক। আমি বললাম, আমীন। তারপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠলাম জিবরাঈল (আ.) বললেন, যার সামনে আপনার আলোচনা হলো অথচ সে দরূদ পড়লো না– সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হোক। আমি বললাম, আমীন। তারপর যখন তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলাম, জিবরাঈল বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতা অথবা তাদের একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল অথচ তারা নিজেদেরকে জান্নাতে দাখিল করতে পারলো না, (অর্থাৎ সে পিতা-মাতার খেদমত করে জান্নাতের অধিকারী হলো না) সে আল্লাহর রহমত

থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হোক। তখনও আমি বললাম, আমীন।

মুসতাদরাকে হাকেম- ৪/১৭০, হাদীস নং- ৭২৫৬
(বাবুল বিরবি ওয়াস্ সিলাহ্)

দরূদ পাঠে অবহেলাকারীর জন্য রয়েছে পাঁচটি মারাত্মক ক্ষতি

এ যাবত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, দরূদ পাঠে অবহেলাকারীর জন্য রয়েছে পাঁচটি মারাত্মক ক্ষতি। যথা–

(১) দরূদ পাঠে অবহেলাকারী সবচেয়ে বড় কৃপণ।

(২) দরূদ পাঠে অবহেলাকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

(৩) দরূদ বিহীন মজলিস কেয়ামতের ভয়াবহ সময়ে আক্ষেপের কারণ হবে।

(৪) দরূদ পাঠে অবহেলাকারী বেহেশতের পথ ভুলে যাবে।

(৫) দরূদ পাঠে অবহেলাকারীর দু'আ ও

ইবাদত ঝুলন্ত থাকে।

পক্ষান্তরে অধিক পরিমাণ দরূদ পাঠের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপকারিতা। যথা-

(১) নবীজীর সুপারিশ ভাগ্যে জুটবে।

(২) কিয়ামতের কঠিন অবস্থায় নবীজীর ঘনিষ্ঠতা পাওয়া যাবে।

(৩) নবীজীর কাছে নিজের এবং বংশীয় পরিচিতি অর্জিত হবে।

(৪) সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে।

(৫) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(৬) দু'আ কার্যকরী হবে এবং ইবাদত বন্দেগীতে নূর আসবে।

(৭) মাওলা পাকের খাস রহমত অর্জিত হবে।

(৮) আল্লাহ ও ফেরেশতাদের নিকট বিশেষ মর্যাদা পাওয়া যাবে।

(৯) মনের কামনা-বাসনার চেয়েও অনেক

বেশি আল্লাহ দান করবেন।

(১০) বিপদ-আপদ দূরীভূত হবে।

বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন– শামসুদ্দীন সাখাভী (রহ.) কর্তৃক লিখিত– 'আল কওলুল বাদী ফিস সালাতি ওয়াস সালামি আলাল হাবীবিশ শাফী'

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দরূদ পাঠের নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে তখন যেন আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে। এরপর এই দু'আটি পড়ে :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও। আবার যখন মসজিদ থেকে বের হয় তখনও আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং এ দু'আটি পড়ে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

হে আল্লাহ্! আমার রুজিরোজগারের দ্বার খুলে দাও।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা- ৭/১২৩, সুনানে ইবনে মাযাহ, পৃষ্ঠা- ৫৬

জুম'আর দিন অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠের নির্দেশ

হযরত আউস ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুম'আর দিন। এ দিনে তোমরা আমার ওপর বেশি পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দরূদ মুহূর্তের মধ্যেই আমার কাছে পৌঁছানো হয় (পৃথিবীর যে অঞ্চলেই পাঠ কর না কেন)। সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মৃত্যুর পর তা কিভাবে সম্ভব? অথচ তখন আপনি মাটির সাথে মিশে যাবেন। প্রত্যুত্তরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আমার মৃত্যুর পরও আমার কাছে তোমাদের দরূদ পৌঁছানো সম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাটির জন্য নবী রাসূলদের দেহ ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন। (আর আমি হলাম সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমার দেহ মাটি কিভাবে ভক্ষণ করবে?)

সহীহু ইবনে হিব্বান- ৩/১৯১, হাদীস নং- ৯১০, নাসায়ী সুগরা- ৩/৯২, হাদীস নং- ১৩৭৪

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, জুম'আর দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফের অধিক ফযীলতের কারণ হলো জুম'আর দিন সকল দিনের সরদার এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সমগ্র বিশ্বমানবের সরদার বা দলপতি। তথা বিশ্বসভার সভাপতি। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ

পাঠের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এদিনের সাথে, যা অন্য দিনের সাথে নেই।

দু'আর শুরু ও শেষে দরূদ পাঠের নির্দেশ

হযরত ফুযালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন এমতাবস্থায় একজন লোক মসজিদে এসে নামায আদায় করলো এবং নামায শেষে এই বলে দু'আ করলো– হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আগন্তুক মুসল্লী! তুমি প্রার্থনা কামনায় তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। তোমার জন্য করণীয় ছিল প্রথমে আল্লাহ তা'আলার শান মোতাবেক তার প্রশংসা করা। এরপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে– যা প্রার্থনা করার তা প্রার্থনা করা। কিছুক্ষণ পর আরেকজন লোক মসজিদে এলো এবং নামায আদায় করলো। অতঃপর

আল্লাহ তা'আলার গুণকীর্তন করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করলো। নবীজী তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আগন্তুক মুসল্লী! তুমি যা চাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর (দরূদের বরকতে) সে কাঙ্খিত বস্তু তোমাকে দান করা হবে।

সুনানে আবুদাউদ, হাদীস নং- ১২৮৪, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৪৭৬

গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু দরূদ

যে দরূদ পড়লে বেশি সওয়াব হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, তার দরূদের সওয়াব বড় দাড়িপাল্লায় মাপা হোক (অর্থাৎ বেশি সওয়াব অর্জন করুক) সে যেন নিম্নোক্ত দরূদ পড়ে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ

الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তার স্ত্রীগণ ও মু'মিনদের মাতাদের প্রতি, তার সন্তান-সন্ততি ও তার পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন রহমত বর্ষণ করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রসংসিত ও পবিত্র।

সুনানে আবুদাউদ- ২/৭৩, হাদীস নং-৯৭৪

যে দরূদ পাঠ করলে নবীজীর সুপারিশ ভাগ্যে জুটবে

হযরত রু'আইফী' ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত এ দরূদটি পাঠ করবে কেয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার ওপর আবশ্যক হয়ে পড়বে। দরূদ শরীফটি হল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে কেয়ামতের দিন আপনার সর্বাধিক নিকটে স্থান করে দিন।

যে দরূদ পাঠ করলে সদকার সওয়াব মিলে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার কাছে সদকা করার মত কিছুই না থাকে সে যেন এভাবে আমার উপর দরূদ পাঠ করে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করুন, যিনি আপনার বান্দা ও রাসূল এবং রহমত নাযিল করুন মুসলিম নর-নারীর উপর।

সহীহ ইবনে হিব্বান- ৩/১৮৫, হাদীস নং- ৯০৩

বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার দরূদ

ইমাম ফাকেহানী স্বীয় গ্রন্থ ফযরে মুনীর নামক কিতাবে বলেন, শায়েখ সালেহ মুসা নামক এক অন্ধ বুযুর্গ ছিলেন, তিনি তার নিজের ঘটনা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমরা নৌযানে চড়ে সামুদ্রিক ভ্রমণে বের হলাম। সমুদ্রে আমাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো। এ ধরনের ঝড়ো হাওয়ায় নিমজ্জিত খুব কম মানুষই রক্ষা পেতে পারে। এ অবস্থা দেখে আমার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলছেন, নৌযানের সকল যাত্রীকে বলে দাও তারা যেন এক হাজার বার নিম্নোক্ত দরূদটি পাঠ করে। শায়েখ বলেন, আমি ঘুম

থেকে জেগে সকলকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে অবগত করলাম এবং সকলে মিলে দরূদটি পাঠ করতে লাগলাম। মাত্র তিনশত বারের মতো পড়তেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিপদ কাটিয়ে দিলেন। দরূদ শরীফের বরকতে ঝড়ো বায়ুও শিথিল হয়ে গেল। আর এভাবে আমরা লঞ্চডুবি থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম। দরূদটি এই :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ
الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا
بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا

مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا

عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا

بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ

الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করুন; এমন দরূদ যার মাধ্যমে আপনি আমাদেরকে যাবতীয় ভয় ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেবেন, যার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত অভাব দূর করবেন, যার মাধ্যমে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যার মাধ্যমে আমাদেরকে আপনার কাছে উঁচু

স্থানে আসীন করবেন এবং যার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত সৎকর্মের শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দিবেন- পার্থিব জীবনেও এবং মৃত্যুর পরেও। নিশ্চয় আপনি সর্বশক্তিমান।

আল কাওলুল বাদী, পৃষ্ঠা-৪১৫, পঞ্চম অধ্যায়

কামুসের গ্রন্থকার শেখ মাযদুদ্দীন (রহ.) তার নিজস্ব সনদ দিয়েও এ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের আকাবিরগণ যে কোনো বিপদে-আপদে এ দরূদটি বেশি বেশি পাঠ করতে বলেছেন। ইবনুল কায়্যিম (রহ.) যাদুল মা'আদ নামক গ্রন্থে বলেন, এ দরূদ শরীফের ফায়দা অগণিত। এর দ্বারা সর্বপ্রকার মহামারী ও জ্বরাব্যাধী থেকে পবিত্রানণ মেলে এবং অন্তরে অভূতপূর্ব প্রশান্তি লাভ হয়। এটা বুযুর্গদের পরীক্ষিত আমল। শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহ্‌মাদ মাদানী (কুদ্দিসা সিররুহু) বালা-মুসীবাত থেকে হেফাযতের জন্য দরূদটি দৈনিক ইশার পর ৭০ বার পড়তে বলেছেন।

-মাকতূবাতে মাদানী

দৈনিক কতবার কী পরিমাণ দরূদ পড়বো

দরূদের ফযীলত অন্তহীন। তাই দরূদ পাঠের ব্যাপারটি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ না রাখাই সমীচীন। হ্যাঁ, নিয়মিত দরূদ পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ন্যূনতম একটি সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। কখনো যেন এরচেয়ে কম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে, তবে বেশি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে শায়খ আব্দুল হক (রহ.) বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল শায়খ আব্দুল ওহ্হাব মুত্তাকী (রহ.) কে প্রশ্ন করেছিলেন, দৈনিক দরূদ পাঠের ব্যাপারে আমাকে একটি সংখ্যা নির্ধারণ করে দিন। তিনি বলেছিলেন, 'দরূদ পাঠের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এতো বেশি দরূদ পাঠ কর যে, মুখে দরূদ ব্যতীত আর কোনো কথা না থাকে। তথা দরূদ শরীফ পাঠেই যেন তুমি গভীরভাবে মগ্ন এবং বিভোর থাক।

(ফাযায়েলে দরূদ উর্দূ, পৃষ্ঠা : ২৫-২৬)

বিখ্যাত তাফসীরকারক হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা অত্যন্ত কবুলযোগ্য কাজ। এতে যথোপযুক্তভাবে তাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। একবার প্রার্থনা করলে প্রেরণকারীর উপর দশটি রহমত নাযিল হয়। এখন যার যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ অর্জন করুক।

-তাফসীরে মুযীহুল কুরআন

কুত্‌বে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) তার মুরীদদেরকে প্রতিদিন তিনশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করার তা'লীম দিতেন। যদি তা না হয় অন্তত একশত বারের কম যেন না হয়, তার তাকিদ করতেন। তিনি বলতেন, আমাদের প্রতি হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহসান বা দান অপরিসীম। তাই তার প্রতি দরূদের ব্যাপারে কার্পণ্য করা নিতান্ত অনুচিত। -তাযকিরাতুর রশীদ

হাদীসে বর্ণিত দরূদ শরীফের বিভিন্ন শব্দমালা

এ পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে দরূদ ও সালামের কিছু শব্দমালা পেশ করছি যেন সালেকীনদের আমল করতে সুবিধা হয়।

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ

اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

مَّجِيْدٌ

❖ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ

❖ اَللّٰهُمَّ تَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

❖ اَللّٰهُمَّ تَحَنَّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

❖ اَللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ

وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ

وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

❖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ

❖ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ
الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ
الْغَافِلُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ وَ
صَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِىْ اَنْ تُصَلّٰى
عَلَيْهِ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اٰلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا

نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ

كَلِمَاتِكَ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى

الْاَرْوَاحِ وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِى الْاَجْسَادِ

وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ

يُصَلّٰى عَلَيْهِ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الصَّلَاةَ

التَّامَّةَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الْبَرَكَةَ

التَّامَّةَ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ السَّلَامَ

التَّامَّ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى الْاَوَّلِيْنَ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

❖ اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مِّنِّىْ تَحِيَّةً وَّسَلَامًا

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ

اَهْلُهٗ وَمُسْتَحِقُّهٗ

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا
وَلِحَقِّهٖ اَدَاءً وَاعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ
وَالْمَقَامَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهِ
عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

❖ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَ

سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ

الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا

بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا

مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا

عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا

بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ

الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হাদীসে বর্ণিত নবীজীর উপর সালাম পাঠের বিভিন্ন শব্দমালা

❖ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى

عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

❖ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰتُ

الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا

النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ

عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ

مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

❖ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ

لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ

رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ

عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

❖ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ

الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ

الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَسْئَلُ

اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِهٖ مِنَ النَّارِ

দরূদ পাঠ শেষে কী দু'আ করবে

হাদীসে পাকে এসেছে, দরূদ পাঠ করে যে প্রার্থনা করা হয় তা আল্লাহ কবুল করেন। অতএব দরূদ পাঠ শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা চাই। কেননা এ দু'আটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিখানো দু'আ। এতে পূর্ণ তেইশ বৎসরে নবীজী যত দু'আ করেছেন সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এসে গেছে। হযরত আবু উমামা (রা.)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো জীবনে অনেক দু'আই করেছেন, কিন্তু আমরা তা স্মরণ রাখতে পারিনি। অথচ আমরা চাই যে, আল্লাহর কাছে এসব দু'আ করব। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিচ্ছি, যাতে সবগুলো দু'আই এসে যাবে। তুমি আল্লাহর কাছে এভাবে নিবেদন কর–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করেছেন আমিও তোমার কাছে এসবকিছুর প্রার্থনা জানাই এবং তিনি যেসব জিনিস থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন আমিও এগুলো থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তুমিই সাহায্যস্থল। তোমার দয়াতেই মনযিলে মকসূদে পৌছা যায়। আর কোনো নেক আমল সম্পাদন এবং বদ কাজ থেকে

বিরত থাকা কেবল আল্লাহর শক্তিতেই সম্ভব হয়। -সুনানে তিরমিযী, ৫/৪৯৫, হাদীস নং-৩৫২১,

অবশ্য এ দু'আ ছাড়াও অন্য যে কোনো দু'আ পাঠ করা যেতে পারে। এতে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তবে এ দু'আ যেহেতু সকল দু'আর জামে' বা সমন্বিত ব্যাপক দু'আ এবং একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার সবকিছুই এতে রয়েছে। তাই আমরা এ দু'আর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি।

রওযা পাকে সালাম পেশ করার নিয়ম

রওজা পাকে সালাম পেশ করার বিশেষ কিছু আদব রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তা শ্রবণ করে থাকেন (কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।)

(শু'আবুল ঈমান-হাদীস নং-১৫৮৩)

হাফেজ সাখাবী (রঃ) লিখেছেন -সুলাইমান ইবনে ছাহীম বর্ণনা করেন, একবার আমি স্বপ্নে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করি। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। যারা আপনার দরবারে হাজির হয়ে সালাম আরজ করে আপনি কি তা উপলব্ধি করেন? তিনি বললেন-হ্যাঁ উপলব্ধি করি এবং সালামের জবাবও দিয়ে থাকি।

-আল কাউলুল বাদী

আর এটি তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজা পাকের অভ্যন্তরে জীবন্ত অবস্থায় রয়েছেন এবং উম্মতের প্রতি সর্বদা খেয়াল ও তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছেন, অতএব রওজা শরীফের পাশে হাজির হয়ে মুওয়াজাহা তথা নবীজীর চেহারা মুবারক সামনে রেখে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিবে এবং অন্তরকে অত্যন্ত ভয়ভীতি ও ভক্তি অনুরক্তি দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ করে নিবে যেন প্রত্যক্ষ চোখেই নবীজীর যিয়ারত বা দর্শন লাভ করছে। অতঃপর দৃষ্টিকে নিম্নমুখী করে

অত্যন্ত আদব এহতেরাম ও বিনয়ের সঙ্গে দরদভরা দিল নিয়ে আবেগপুত কণ্ঠে মহব্বতের সুরে এ ভাবে সালাম পেশ করবে-

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللّٰهِ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ
خَلْقِ اللّٰهِ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ
الْمُرْسَلِيْنَ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ
النَّبِيِّيْنَ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَصْحَابِكَ اَجْمَعِيْنَ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤمِنِيْنَ

তারপর ডানদিকে সরে গিয়ে আবুবকর (রা.)-এর চেহারা মোবারক বরাবর দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম পেশ করুন– আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসূলিল্লাহি আবু বকর (রা.)।

তারপর দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম পেশ করুন-
আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন ওমর ফারুক (রা.)।

স্মর্তব্য: রওজা শরীফের পাশে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর সুযোগ না হলে সময় অনুপাতে সালামের শব্দ মালা নির্বাচন করবে। তবে কোনো অবস্থায় বেশি পাঠ করার ইচ্ছায় তাড়াহুড়া করবে না। যতটুকু পাঠ করবে মহব্বত ও যওক শওকের সাথেই পাঠ করবে। সময় সুযোগ হলে উপরোল্লিখিত কালিমাগুলো সাথে অন্যান্য দরূদ শরীফও পাঠ করবে এজন্যে ইমাম নববী (রঃ) লিখিত 'মানাসিক' গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ও নবীজীর শানে রচিত কাসীদা বা কাব্যমালা ও পাঠ করা যেতে পারে। সম্ভব হলে রওজার পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ
كِتَابِكَ لِنَبِيِّكَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُمْ اِذْ اَنْ
ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ
فَاسْتَغْفَرُوْا
اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ
لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَابًا رَّحِيْمًا وَاِنِّىْ

قَدْ اَتَيْتُ نَبِيَّکَ مُسْتَغْفِرًا فَسْئَلُکَ

اَنْ تُوْجِبَ لِیَ الْمَغْفِرَۃَ

کَمَااَوْجَبْتَهَا لِمَنْ اَتَاہُ فِیْ

حَيَاتِہٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَوَجَّہُ اِلَیْکَ

بِنَبِیِّکَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আপনার পবিত্র কালামে প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে একথা বলেছেন- এইসব লোক যারা অপরাধ করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে যদি আপনার দরবারে হাজির হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হত আর আল্লাহর রসুল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে তারা আল্লাহ পাককে ক্ষমাকারী এবং রহমত নাযিলকারী হিসাবে পেত।

হে আল্লাহ! এই মুহুর্তে আমি আপনার প্রিয় নবীর দরাবারে উপস্থিত হয়ে নিজের গুনাহের জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমাকে ক্ষমা করুন যেমন আপনি ক্ষমা করেছেন সেই ব্যক্তিকে যে প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবিত অবস্থায় তাঁর দরবারে হাজির হয়েছে। হে আল্লাহ আমি আপনার নবীর ওসিলায় আপনার দরবারে নিজেকে উপস্থাপিত করছি। আমাকে দয়া ও ক্ষমা করুন।
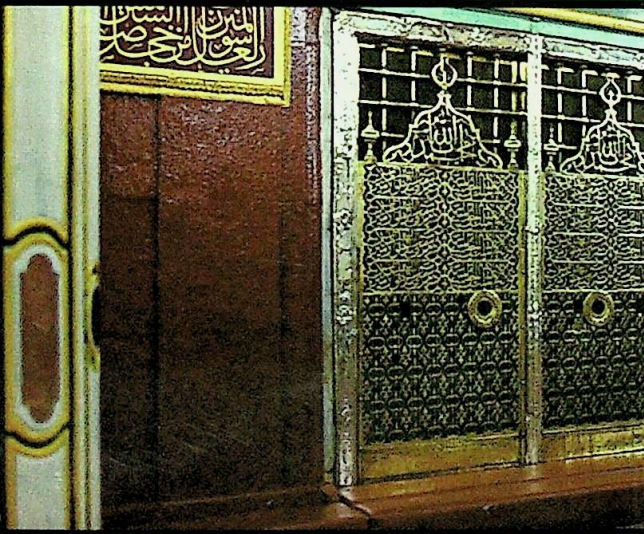
প্রকাশনায় : মজলিসে ইলমী
মাদ্রাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা
কাপাসিয়া, গাজীপুর।
মোবা: ০১৭৪৭৪৫০৫৪১, ০১৭১৯৯৮৩৫১০

ডিজাইন, সালসাবীল : ০১৭১১-২৬৬৮৪৫